দৈনিক
ইত্তেফাক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ আহত ৩৫

॥ ইত্তেফাক ডেস্ক ॥

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সোমবার ছাত্রলীগ-শিবিরের পৃথক সংঘর্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছে।

জবি সংবাদদাতা জানান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। এ সময় শিক্ষার্থীরা ভবনগুলোতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্যাম্পাসের সামনে সদরঘাট সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ক্যাম্পাস খোলার ২য় দিনে ছাত্র সংগঠনগুলো আসন্ন (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও

(প্রথম পৃঃ পর)

জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে মহড়া দেয়। দুপুর ১২টার দিকে শিবিরের নেতা-কর্মীরা কলা অনুষদের সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের সামনে থেকে মহড়া দিয়ে বিজ্ঞান অনুষদে আসে। একই সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হয়। সোয়া ১২টায় শিবির কর্মীরা বিজ্ঞান অনুষদ থেকে শহীদ মিনারের কাছে আসলে ছাত্রলীগ তাদের ওপর হামলা চালায়। পরে একে অপরের উপর রড, ইট-পাটকেল ও লাঠি-সোঁটা নিয়ে হামলা করে। ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে শিবির কর্মীরা ক্যাম্পাসে টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। দুপুরে ছাত্রলীগ কর্মীরা শিবির কর্মী সন্দেহে দুই ছাত্রকে লাঠিপেটা করে। সংঘর্ষে আহতরা হলেন ছাত্রলীগের সঞ্জয়, সঞ্জীব, শিশির, সুমন, কামরুল, রিয়াদ, মনিরুদ্দোজা পলাশ, আবু সালেহ, জলাল, ইমদাদ ও রবিউল এবং শিবির কর্মী শফিকুল ইসলাম, জারিফুর রহমান, মফিজুর রহমান, রাকি আহমেদ, পাবেল সরওয়ার ও রায়হান। সাধারণ ছাত্র শেখ মিলন, ফয়সাল ও কাদেরও এ ঘটনায় আহত হন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এম কাজী আসাদুজ্জামান বলেন, আমরা ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য সকল ছাত্র সংগঠনের সহযোগিতা কামনা করছি।

কুমিল্লা সংবাদদাতা জানান, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্র শিবির-ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। গতকাল দুপুরে দফায় দফায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের সময় কলেজ ক্যাম্পাস ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে ব্যাপক ভাঙচুর হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সভা সন্ধ্যায় অধ্যক্ষের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে কলেজের ছাত্রীনিবাস খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ছাত্র শিবির এবং ছাত্রলীগের কয়েকজন সদস্য পরস্পরের উদ্দেশ্যে টিপ্পনী কাটলে এর জের ধরে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে ছাত্রলীগ নেতা হাসান, রাজীব, কাজল, ছাত্র শিবিরের ইমরান ও মাইন উদ্দিনসহ দুই দলের অন্তত ১৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়।